ইসলামে প্রতিবেশীর অধিকার

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

Contents

ইসলামে প্রতিবেশীর অধিকার

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রসঙ্গ কথা

সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে মানুষ পরস্পর একতাবদ্ধ হয়ে বসবাস করে আসছে। বাড়ীর পাশাপাশি বসবাসকারী আত্মীয় বা অনাত্মীয় লোকজনই প্রতিবেশী। মানুষের সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে এরাই সর্বাগ্রে এগিয়ে আসে এবং সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করে। কাজেই প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করা যরূরী। প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্ককে সৌহার্দ্যপূর্ণ, আন্তরিক ও সহানুভূতিশীল করার লক্ষ্যে ইসলাম বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছে। এই নির্দেশ প্রতিটি মানুষের জন্য অবশ্য পালনীয়। এই গ্রন্থে প্রতিবেশীর পরিচয়, প্রকারভেদ, তাদের সাথে সদাচরণের গুরুত্ব, ফযীলত, তাদের অধিকার সমূহ এবং তাদের সাথে অসদাচরণের পরিণাম প্রভৃতি বিষয়ে দলীলভিত্তিক আলোচনা করা হয়েছে। সেই সাথে কবীরা গোনাহগার, ভ্রান্ত আক্বীদা-বিশ্বাস সম্পন্ন ও বিধর্মী প্রতিবেশীর সাথে কিরূপ আচার-ব্যবহার করতে হবে, সে বিষয়েও আলোকপাত করা হয়েছে। বইটি পাঠকের উপকারে আসবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করুন এবং একে আমাদের নাজাতের অসীলা হিসাবে মঞ্জুর করুন-আমীন!

-বিনীত লেখক

প্রতিবেশীর পরিচয়

প্রতিবেশী অর্থ পড়শি, প্রতিবাসী, নিকবর্তী স্থানে বসবাসকারী ইত্যাদি।[১] প্রতিবেশীর আরবী প্রতিশব্দ جـــار এবং ইংরেজী প্রতিশব্দ Neighbour। পারিভাষিক অর্থে- A person who lives next to you or near you 'তোমার পার্শ্বে কিংবা সন্নিকটে বসবাসকারী লোক'।[২] অর্থাৎ ঘরবাড়ী অথবা কর্মক্ষেত্রে পাশাপাশি অবস্থানকারীরা পরস্পর প্রতিবেশী। আবার বৃহত্তর ক্ষেত্রে পাশাপাশি দেশের অধিবাসীরাও পরস্পর প্রতিবেশী।

ইবনু মানযূর বলেন, وهو مَنْ جاورك جوارًا شرعيًا سواء كان مســـلمًا أو كافرًا، برًا أو فاجرًا، صديقًا أو عدوًّا، محسناً أو مسيئاً، نافعًا أو ضارًا، قريبًا أو أجنبيًا، بلـــديًّا أو غريبًـــا. 'প্রতিবেশী হচ্ছে যে ব্যক্তি বৈধভাবে তোমার পার্শ্বে অবস্থান করছে, সে মুসলিম হোক বা কাফের, পুণ্যবান হোক বা পাপী, বন্ধু হোক বা শত্রু, দানশীল হোক বা কৃপণ, উপকারী হোক বা অনিষ্টকারী, আত্মীয় হোক বা অনাত্মীয়, দেশী হোক বা বিদেশী'।[৩]

হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, وَاسْمُ الْجَارِ يَشْمَلُ الْمُسْلِمَ وَالْكَافِرَ وَالْعَابِدَ وَالْفَاسِقَ وَالصَّدِيقَ وَالْعَدُوَّ وَالْغَرِيبَ وَالْبَلَدِيَّ وَالنَّافِعَ وَالضَّارَّ وَالْقَرِيبَ وَالْأَجْنَبِيَّ وَالْـــأَقْرَبَ دَارًا وَالْأَبْعَـــدَ 'প্রতিবেশীর মধ্যে মুসলমান-কাফের, ইবাদতকারী-পাপী, বন্ধু-শত্রু, দেশী-প্রবাসী, উপকারী-অনিষ্টকারী, পরিচিত-অপরিচিত, বাড়ীর নিকটবর্তী ও দূরবর্তী সকলেই অন্তর্ভুক্ত'।[৪]

প্রতিবেশী গণ্য হওয়ার সীমা

কত দূর এলাকার অধিবাসীরা প্রতিবেশী হিসাবে গণ্য হবে এ সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত পাওয়া যায়। যেমন- (১) হাসান (রাঃ) বললেন, أربعين داراً أمامه، وأربعين خلفه، وأربعين عن يمينه، وأربعين عن يساره. অর্থাৎ নিজের

---

১. *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী ঢাকা, ২০১২), পৃঃ ৭৮১।*
২. *A S Hornby, Oxford Advanced Learner's Dictionary, (New York : Oxford University Press, p. 1024.*
৩. *ইবনুল মানযূর, লিসানুল আরব ৪/১৫৩-৫৪ পৃঃ।*
৪. *ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ), ফৎহুল বারী (বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ, ১৩৭৯ হিঃ), ১০/৪৪১ পৃঃ।*

ঘর হ'তে সম্মুখের চল্লিশ ঘর, পশ্চাতের চল্লিশ ঘর, ডান দিকের চল্লিশ ঘর এবং বাম পার্শ্বের চল্লিশ ঘর' (এর অধিবাসী লোকজনই প্রতিবেশী হিসাবে গণ্য)।[৫] (২) কেউ বলেন, চারিদিকের দশ ঘর প্রতিবেশী হিসাবে গণ্য হবে। (৩) কেউ বলেন, যে ব্যক্তি ডাক শুনতে পায় সে প্রতিবেশী। (৪) কারো মতে, যে অতি নিকটে বা পাশাপাশি থাকে সে প্রতিবেশী। (৫) কেউ বলেন, প্রতিবেশী হচ্ছে যারা একই মসজিদে সমবেত হয়।[৬]

প্রতিবেশীর প্রকারভেদ

দূরত্বের বিবেচনায় প্রতিবেশী দু'প্রকার : ১. নিকটবর্তী প্রতিবেশী ২. দূরবর্তী প্রতিবেশী *(নিসা ৪/৩৬)*। ধর্মীয় ও আত্মীয়তার সম্পর্কের দিক দিয়ে প্রতিবেশী ৩ প্রকার। যথা- ১. মুসলিম আত্মীয় প্রতিবেশী, ২. মুসলিম অনাত্মীয় প্রতিবেশী ৩. অমুসলিম প্রতিবেশী।

আচার-আচরণের দৃষ্টিতে প্রতিবেশী দুই প্রকার। ১. উত্তম প্রতিবেশী ও ২. নিকৃষ্ট প্রতিবেশী। উত্তম প্রতিবেশী সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ: الْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ، وَالْجَارُ الصَّالِحُ، وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيْءُ– 'একজন মুসলমানের জন্য খোলামেলা বাড়ী, প্রশস্ত বাসভবন, সৎপ্রতিবেশী ও আরামদায়ক বাহন সৌভাগ্য স্বরূপ'।[৭]

হকের বিবেচনায় প্রতিবেশীকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১. মুসলিম নিকটতর প্রতিবেশী। তার তিনটি হক রয়েছে। মুসলিম হিসাবে, নিকটতর হিসাবে ও প্রতিবেশী হিসাবে। ২. মুসলিম দূরবর্তী প্রতিবেশী। তার দু'টি হক রয়েছে। মুসলিম হিসাবে ও প্রতিবেশী হিসাবে। ৩. অমুসলিম নিকটতর প্রতিবেশী। তার দু'টি হক রয়েছে। নিকটতর হিসাবে ও প্রতিবেশী হিসাবে। ৪. অমুসলিম দূরবর্তী প্রতিবেশী। তার শুধু একটি হক রয়েছে। সেটা প্রতিবেশী হিসাবে।[৮]

মোটকথা, প্রতিবেশীর সীমা প্রতিটি এলাকার প্রচলিত রীতি অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। কেননা শরী'আতের নিয়ম হচ্ছে, যে ব্যাপারে শরী'আতে সাধারণ কোন নির্দেশনা ও বিধি-বিধান বর্ণনা করা হয়নি সে ব্যাপারটি 'উরফ বা প্রচলিত রীতির প্রতি প্রত্যাবর্তিত হবে।[৯]

---

৫. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১০৯, সনদ হাসান।
৬. মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম আল-হামদ, আত-তাক্বছীর ফী হুক্বূকিল জার, ১/১ পৃঃ।
৭. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১১৬; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৯১৪, ২৫৭৬, সনদ ছহীহ।
৮. তাফসীর কুরতুবী ৫/১৮৪ পৃঃ; ফৎহুল বারী ১০/৪৪১ পৃঃ।
৯. শিহাবুদ্দীন মাহমূদ আল-আলূসী, রূহুল মা'আনী, ৫/২৯ পৃঃ আল্লামা শাওকানী, ফাতহুল কাদীর ১/৭৪৩।

প্রতিবেশীর প্রয়োজনীয়তা

ইসলাম মানবতার ধর্ম। যা মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক, সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য নির্দেশ দেয়। আর এ সম্পর্ক বৃদ্ধির জন্য একে অপরকে সহযোগিতা করা, সালাম প্রদান, উপহার-উপঢৌকন আদান-প্রদান, বিপদ-মুছীবতে সহমর্মিতা প্রকাশ, অন্যায়-অপকর্ম থেকে বিরত রাখার জন্য উপদেশ ও নছীহত প্রদান এবং সর্বোপরি মুসলমানদের হক আদায় করা আবশ্যক। এর মাধ্যমে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা বিরাজ করে এবং সমাজ থেকে ফিৎনা-ফাসাদ দূরীভূত হয়।

পরস্পরের অধিকার যথাযথভাবে আদায় করলে ব্যক্তি ও সমাজ যারপরনাই উপকৃত হয়। মানুষ দুনিয়াতে নানা বিপদাপদ ও বালা-মুছীবতের শিকার হয়। সে স্বয়ংসম্পূর্ণ না হওয়ায় এসব থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী ও শরণাপন্ন হয়। কষ্ট-ক্লেশ, অভাব-অনটন ইত্যাদি ক্ষেত্রে মানুষের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন হয়।

মানুষের নিকটে পরিবার-পরিজন ও নিকটাত্মীয়দের পর সবচেয়ে কাছের লোক হচ্ছে প্রতিবেশী। অনেক ক্ষেত্রে তারা আত্মীয়দের চেয়েও সহযোগিতায় অগ্রগামী হয়। হঠাৎ বিপদ-মুছীবতে এগিয়ে আসে ও বিপদ দূর করতে সর্বাত্মক চেষ্টা করে। দুর্যোগে তারাই আশ্রয় দেয়। এসব থেকে প্রতিবেশীর প্রয়োজনীয়তা সহজেই অনুমিত হয় এবং তাদের হকও অনুধাবন করা যায়। প্রতিবেশীরা কতটা সহযোগী ও সহমর্মী হয় তা আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীছ থেকে প্রতীয়মান হয়।-

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি একবার উরওয়াহ (রাঃ)-এর উদ্দেশ্যে বললেন, ভাগ্নে! আমরা নতুন চাঁদ দেখতাম, আবার নতুন চাঁদ দেখতাম। এভাবে দু'মাসে তিনটি নতুন চাঁদ দেখতাম। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কোন ঘরেই আগুন জ্বালানো হ'ত না।[১০] উরওয়াহ (রাঃ) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, খালা! আপনারা তাহ'লে বেঁচে থাকতেন কিভাবে? তিনি বললেন, দু'টি কালো জিনিস অর্থাৎ খেজুর ও পানিই শুধু আমাদের বাঁচিয়ে রাখত। কয়েক ঘর আনছার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতিবেশী ছিল। তাঁদের কিছু দুগ্ধবতী উটনী ও বকরী ছিল। তাঁরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্য দুধ হাদিয়া পাঠাত। তিনি আমাদের তা পান করতে দিতেন'।[১১]

---

১০. *'দু'মাসে তিনটি চাঁদ দেখতাম'-এর অর্থ হচ্ছে দ্বিতীয় মাসের শেষে পরবর্তী মাসের শুরুতে তথা তৃতীয় মাসের চাঁদের কথা বলা হয়েছে। বস্তুতঃ এর দ্বারা তৃতীয় মাসের আগমন বুঝানো হয়েছে। যেমনভাবে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে সাঈদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। দ্রঃ ফৎহুল বারী, ১১/২৯৩ পৃঃ।*

১১. *বুখারী হা/২৫৬৭, 'হিবা ও এর ফাযীলত' অনুচ্ছেদ, হা/৬৪৫৮, ৬৪৫৯; মুসলিম হা/২৯৬২।*

প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণের গুরুত্ব

প্রতিবেশীর ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-কে জিবরীল (আঃ) বার বার তাকীদ করতেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا يُوْصِيْنِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ. 'জিবরীল (আঃ) এসে আমাকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে অবিরত উপদেশ দিতে থাকতেন। এমনকি মনে হ'ত যে, হয়তো তিনি প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিবেন'।[১২] প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণের গুরুত্বের কতিপয় দিক নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

১. প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করা আল্লাহ্র নির্দেশ : মহান আল্লাহ নিকট ও দূরবর্তী সকল প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করার নির্দেশ দিয়েছে তিনি বলেন, وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ– 'আর তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক কর না। পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর এবং আত্মীয় পরিজন, ইয়াতীম, মিসকীন, আত্মীয় প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী সাথী, পথের সাথী ও তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক (দাস-দাসী), তাদের সাথে সদ্ব্যবহার কর' *(নিসা ৪/৩৬)*।

২. প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করা ঈমানের পরিচায়ক : প্রতিবেশীর সাথে উত্তম ব্যবহার করা বা সদাচরণ করা ঈমানদারিতার পরিচয় বহন করে। আবু শুরাইহ আল-আদবী বলেন,

سَمِعَتْ أُذُنَايَ وَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ حِيْنَ تَكَلَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ،

'নবী করীম (ছাঃ) যখন কথা বলছিলেন, তখন আমার দু'কান শুনছিল ও আমার দু'চোখ দেখছিল। তিনি বলছিলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসের উপর বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে সম্মান করে'।[১৩] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ، 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসের উপর বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীর সাথে উত্তম আচরণ করে'।[১৪]

---

১২. বুখারী হা/৬০১৪-১৫; মুসলিম হা/২৬২৫; মিশকাত হা/৪৯৬৪।
১৩. বুখারী হা/৬০১৯।
১৪. মুসলিম হা/৪৮; ইবনু মাজাহ হা/৩৬৭২।

ঈমানের পরিপূর্ণতার বিভিন্ন আলামত বা নিদর্শন আছে। তন্মধ্যে প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করা অন্যতম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا– 'তুমি তোমার প্রতিবেশীর সাথে উত্তম ব্যবহার কর, তাহ'লে তুমি মুমিন হ'তে পারবে'।[১৫]

৩. প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণকারী আল্লাহ্র নিকটে উত্তম ব্যক্তি : যে ব্যক্তি তার প্রতিবেশীর সাথে উত্তম ব্যবহার করে সে আল্লাহ্র নিকটে উত্তম ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, خَيْرُ الأَصْحَابِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ وَخَيْرُ الْجِيْرَانِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ– 'আল্লাহ্র নিকটে সেই সঙ্গী উত্তম যে নিজ সঙ্গীদের নিকটে উত্তম। আর আল্লাহ্র নিকটে সেই প্রতিবেশী উত্তম, যে নিজ প্রতিবেশীদের নিকটে উত্তম'।[১৬]

৪. উত্তম প্রতিবেশী সৌভাগ্যের বিষয় : প্রতিবেশীর সাথে উত্তম আচরণের মাধ্যমে সর্বোত্তম প্রতিবেশী হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। কারণ উত্তম প্রতিবেশীকে সৌভাগ্যের কারণ বলা হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَرْبَعٌ مِنَ السَّعَادَةِ: الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ، وَالْجَارُ الصَّالِحُ، وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيءُ، 'সৌভাগ্যের বিষয় চারটি; সতী-সাধ্বী স্ত্রী, প্রশস্ত বাড়ী, সৎকর্মশীল প্রতিবেশী ও আরামদায়ক বাহন'।[১৭]

প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া হারাম

প্রতিবেশীর সাথে উত্তম ব্যবহার করা যেমন আবশ্যক, তেমনি তাকে কষ্ট দেওয়া হারাম। আল্লাহ বলেন, وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا– 'অপরাধ না করা সত্ত্বেও যারা মুমিন পুরুষ ও নারীদের কষ্ট দেয়, তারা মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে' *(আহযাব ৩৩/৫৮)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ. قِيْلَ : مَنْ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ : الَّذِيْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ– 'আল্লাহ্র কসম! সে মুমিন

১৫. *তিরমিযী হা/২৪৭৫; মিশকাত হা/৫১৭১; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৭২।*
১৬. *তিরমিযী হা/১৯৪৪; মিশকাত হা/৪৯৮৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১০৩।*
১৭. *ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/৪০৩২; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৫৭৬; ছহীহাহ হা/২৮২।*

নয়, আল্লাহ্র কসম! সে মুমিন নয়, আল্লাহ্র কসম! সে মুমিন নয়। জিজ্ঞেস করা হ'ল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! কে সেই ব্যক্তি? তিনি বললেন, যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না'।[১৮]

তিনি আরো বলেন, وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَـــارَهُ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়'।[১৯]

প্রতিবেশীকে কষ্টদানের মাধ্যম সমূহ

মানুষ নিজ প্রতিবেশীকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিয়ে থাকে। দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও আচার-আচরণের মাধ্যমে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া হয়ে থাকে। তন্মধ্যে কয়েকটি উপকরণ নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

১. জিহ্বার মাধ্যমে কষ্ট দেওয়া : গীবত-তোহমত, গালিগালাজ, কুৎসা রটনা, অভিশাপ দেওয়া প্রভৃতির মাধ্যমে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া হয়ে থাকে। এসব থেকে বিরত থাকা যরূরী। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلاَ اللَّعَّانِ وَلاَ الْفَاحِشِ وَلاَ الْبَذِىءِ، 'মুমিন কখনো দোষারোপকারী ও নিন্দাকারী হ'তে পারে না, অভিসম্পাতকারী হ'তে পারে না, অশ্লীল কাজ করে না এবং কটুভাষীও হয় না'।[২০] সুতরাং কোন মুমিনের পক্ষে তার প্রতিবেশীকে এরূপ কাজের মাধ্যমে কষ্ট দেওয়া অসমীচীন।

২. চোখের মাধ্যমে কষ্ট দেওয়া : প্রতিবেশীর দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করা বা তাকে অপমান-অপদস্ত করা অথবা আত্মতৃপ্তি লাভের লক্ষ্যে তার দিকে উঁকি-ঝুকি মারা প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়ার শামিল। এটা দেওয়ালের পাশ থেকে তাকানো, ছাদের উপর থেকে দেখা, ক্যামেরায় ছবি তোলা ইত্যাদি মাধ্যমে হ'তে পারে। অন্যের দোষ-ত্রুটি ও গোপনীয় বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করা ও তার গৃহাভ্যন্তরে উঁকি-ঝুকি মারার ব্যাপারে ইসলামে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَخَذَفْتَهُ بِعَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ، 'যদি কোন ব্যক্তি অনুমতি ব্যতিরেকে তোমার দিকে উঁকি মারে আর তখন তুমি তাকে

১৮. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৯৬২; ছহীহুল জামে' হা/৭১০২।*
১৯. *বুখারী হা/৫৬৭২; আবূদাউদ হা/৫১৫৬।*
২০. *তিরমিযী হা/১৯৭৭; মিশকাত হা/৪৮৪৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩২০; ছহীহুল জামে' হা/৫৩৮১।*

ছওয়াব পাওয়া যাবে। অন্যথা তা বরবাদ হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ثَلاَثٌ لاَ يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ: إِخْلاَصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَالنُّصْحُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَلُزُومُ جَمَـــاعَتِهِمْ 'তিনটি বিষয়ে মুমিনের অন্তর খেয়ানত করে না। আমল সমূহ আল্লাহ্র জন্য একনিষ্ঠভাবে সম্পন্ন করা, মুসলিম নেতাদের কল্যাণ কামনা করা এবং মুসলিম জামা'আতের সাথে ঐক্যবদ্ধ থাকা'।[১১২]

পক্ষান্তরে প্রতিবেশীদের কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা রাসূলের নির্দেশ। যা পালন করা প্রকৃত মুমিনের পরিচায়ক। খাদ্য-পানীয়, উপহার-উপঢৌকন আদান-প্রদান ও উত্তম আচরণের মাধ্যমে প্রতিবেশীদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা যরূরী। পক্ষান্তরে প্রতিবেশীর হক আদায় না করলে এবং তাদের সাথে ভাল ব্যবহার না করলে জান্নাত পাওয়া দুষ্কর হবে।

তাছাড়া সমাজকে সুন্দর করার জন্য প্রতিবেশীর সাথে সম্প্রীতি-সদ্ভাব বজায় রাখা এবং তার সাথে সদাচরণ করা অবশ্য কর্তব্য। এতে সমাজে সুখ-শান্তি, নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা বিরাজ করে। প্রতিবেশীর হক আদায় করলে পার্থিব জীবনে উপকারের পাশাপাশি পরকালীন জীবনেও অশেষ ছওয়াব অর্জিত হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সবাইকে প্রতিবেশীর হক যথাযথভাবে আদায় করার তাওফীক্ব দিন-আমীন!

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَصَلَّي اللهُ تَعَالَي عَلَي نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانِ إِلَي يَوْمِ الدِّيْنِ- سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ- رَبَّنَا اغْفِرْلِى وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ-

॥ সমাপ্ত ॥

১১২. *মুসনাদে আহমাদ, ইবনু মাজাহ হা/২৩০; ছহীহ আত-তারগীব হা/৯২, ৩২৯৪; ছহীহুল জামে' হা/৬৭৬৬; মিশকাত হা/২২৮, সনদ ছহীহ।*